ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১৩-০৬-২০১৮ ।।

স্বচ্ছ ভারত মিশনে শৌচালয় নির্মাণ

শান্তিরবাজার, ১৩ জুন।। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে বকাফা এবং জোলাইবাড়ী ব্লক এলাকায় ৮ হাজার ৪০৩টি নতুন পাকা শৌচালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এই শৌচালয়গুলি নির্মিত হলে বকাফা ব্লক এলাকায় ৫৬৭টি এ পি এল এবং ৮৭২টি বি পি এল ভুক্ত পরিবার উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে, জোলাইবাড়ী ব্লক এলাকায় ৩ হাজার ১৪৬টি এ পি এল ভুক্ত এবং ৩ হাজার ৮১৮টি বি পি এল ভুক্ত পরিবার উপকৃত হবে।

মালিভদ্র পাড়ায় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

ছৈলেংটা, ১৩ জুন।। দূরবর্তী এলাকায় প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে লংতরাইভ্যালি মহকুমার মনু ব্লকের মালিভদ্র পাড়া জে বি স্কুলে সম্প্রতি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ধুমাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে ৩৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অষুধ দেওয়া হয়। শিবিরে কোন ম্যালেরিয়ার রোগী পাওয়া যায়নি। ধুমাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এ সংবাদ জানানো হয়।

মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ শিবির

উদয়পুর, ১৩ জুন।। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে গত অর্থ বছরে গোমতী জেলার ৮টি ব্লকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ হাজার ৬০০ জন মৎস্য চাষীদের নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষের উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের মৎস্য বিশেষজ্ঞগণ শিবিরে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ দেন। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। চলতি অর্থ বছরেও জেলার ৮টি ব্লকে ১ হাজার ৫৬০ জন মৎস্য চাষীদের নিয়ে এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৬০ টাকা। এছাড়া, মাছের প্রক্রিয়াজাত করণ(ফিস প্রসেসিং) করার উপর জেলার ৫ জন মৎস্য চাষীকে নিয়ে চার দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শুকনো মাছ তৈরী করার উপর জেলার ৯ জনকে নিয়ে চার দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। মৎস্য দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

২০ জুলাই থেকে খার্চি উৎসব

আগরতলা, ১৩ জুন।। আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে রাজ্যের জাতি-উপজাতির ঐতিহ্যবাহী ৭ দিন ব্যাপী খার্চি উৎসব, ২০১৮। এই উৎসবকে সফল করে তোলতে পুরাতন আগরতলা ব্লকের উদ্যোগে গতকাল 'গীত বিতান' হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক বীরেন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম জেলা শাসক ড. সন্দীপ এন মাহাত্মে। এছাড়া, সদর মহকুমা শাসক তপন দাস, জিরানীয়া মহকুমা শাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা, আগরতলা পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশনার রতন বিশ্বাস সহ পশ্চিম জেলা, জিরানীয়া মহকুমা ও সদর মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সভাপতির ভাষণে সভায় বলেন, আর মাত্র দেড় মাস বাদেই পুরাতন আগরতলায় চতুর্দশ দেবতার বাৎসরিক পুজা ও ৭ দিন ব্যাপী খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ শুরু হবে। এখানে উঠে আসবে ছোট আরেক ত্রিপুরা। রাজ্য বহিঃরাজ্য এমনকি বিদেশ থেকে নানা জাতি ও ধর্মবর্ণের মানুষের এখানে সমাগম ঘটবে। তাই সেসব মানুষের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেলা প্রাঙ্গণ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণগুলিকে সাজিয়ে তোলতে হবে। তিনি বলেন, এই উৎসব যাতে সুষ্ঠুও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের আধিকারিকদের এ বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সভায় পূর্ত, বিদ্যুৎ, স্বরাষ্ট্র, পানীয়জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আগরতলা পুর নিগমের আধিকারিকগণ খার্চি উৎসবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা সভায় জানান, খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে এবারও প্রতি বছরের মতো 'কৃষ্ণমালা মঞ্চে' ৭ দিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। হাবেলী মুক্ত মঞ্চেও আয়োজিত হবে শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুরাতন আগরতলা ব্লকের বি ডি ও শান্তনু বিকাশ দাস সভায় খার্চি উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

গোমতী জেলায় ফলচাষের লক্ষ্যমাত্রা

উদয়পুর, ১৩ জুন।। গোমতী জেলায় কৃষকদের ফল ও অর্থকরী ফসল চাষে উৎসাহিত করতে এবং এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর। এই কর্মসূচিতে আগামী তিন মাসে (জুন-আগষ্ট) দপ্তর থেকে বিভিন্ন ধরণের ফল ও অর্থকরী ফসল চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আগামী তিন মাসে সমগ্র গোমতী জেলায় ৪৯ হেক্টর জমিতে আম, ৫০ হেক্টরে কমলা, ২৩ হেক্টরে মোসাম্বি, ৮ হেক্টরে লেবু, ৪ হেক্টরে নারকেল, ১০১ হেক্টরে সুপারী ইত্যাদি ফল চাষ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ৭৪ হেক্টরে আনারস চাষ করা হবে।

উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর, ১২ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ৮ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য, এ বছর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা হলো যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেবকী দেবনাথ এবং ম: আশীক আলম, তৃতীয় স্থানাধিকারী সৌরভ চক্রবর্তী, চতুর্থ স্থানাধিকারী শ্রেয়া সাহা, পঞ্চম স্থানাধিকারী অঙ্কিতা দেবনাথ, ষষ্ঠ স্থানাধিকারী অনুষ্কা সাহা, সপ্তম স্থানাধিকারী স্বর্ণদীপা মজুমদার এবং দশম স্থানাধিকারি অদিতি সেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করেন এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তিনি আগামী দিনেও এই বিদ্যালয়ের সাফল্য কামনা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ মুখ্যমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। পরিদর্শনকালে গোমতী জেলার জেলা শাসক টি কে দেবনাথ এবং পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

গঙ্গানগরের সতীরাম পাড়া স্কুলে ১৪ ই প্রশাসনিক শিবির

আমবাসা,১২ জুন।। আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৪ জুন গঙ্গানগর ব্লকের সিদ্ধা পাড়া ভিলেজের সতীরাম পাড়া জে বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে রোগীদের পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হবে। শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে তপশিলী উপজাতি সার্টিফিকেট, বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট, আয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়া, এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং মহকুমা শাসক জনগণের সাথে এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময় সভা করবেন। শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে মহকুমা শাসক অনুরোধ জানিয়েছেন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে যোজনাগুলি চালু করেছে তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে বর্তমান সরকার :মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,১২ জুন।। কোনও ব্যক্তির শরীর ও আত্মা যদি একাত্ম না হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কোনও কাজেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। ঠিক তেমনিই কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যদি কৃষকদের গভীর সংযোগ স্থাপন না করা যায় তবে কৃষিতে সাফল্য আসতে পারে না। তাই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে করেছেন। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরণ এবং ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি মূলত: কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য যে সকল যোজনাগুলি চালু করেছে তা আমাদের রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। আমাদের রাজ্যের বিগত সরকার এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। শপথ গ্রহণ করার পরই মন্ত্রী-বিধায়কদের দায়িত্ব হলো রাজ্যের ৩৭ লক্ষ জনগণের উন্নয়নে কাজ করা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে এবছর কৃষকদের ৪,৪৫৪টি পাওয়ারটিলার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত কৃষকদেরই এইগুলি বিতরণ করা হবে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর বিচারধারাকে গ্রহণ করেই কৃষকদের সাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যেই কাজ করছে। সেইজন্য রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের বর্তমান নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকদের সঙ্গে কৃষি দপ্তরের গভীর সংযোগ স্থাপন হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব থাকা দরকার। ভেদাভেদ মনোভাব নিয়ে কাজ করলে কোনও সরকার শ্রেষ্ঠ সরকার হতে পারে না। পূর্বতন রাজ্য সরকার ছিলো লক্ষ্যহীন সরকার। বিগত সরকার গত ২৫ বছর যদি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করতো তাহলে অনেক আগেই রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তাদের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে রাজ্যের প্রকৃত কোনও উন্নয়নই হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার এই তিনমাসের মধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়া, স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রণয়ন করা, মহিলা নির্যাতন রোধ করার জন্য পুলিশের চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করা, কোনও ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়া হলে সেই মহিলা যদি অন্যত্র পুনরায় বিবাহ করে তবে মৃত ব্যক্তির মা-বাবাকে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা, হোমগার্ডদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ফসলের ক্ষতি হলে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, রাজ্যের ২১ হাজার ৫০০ হেক্টর কৃষি জমিকে হাইরিস্ক জোন চিহ্নিত করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীমার প্রিমিয়াম বহন করার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। নেশাকারবারী

ও জমির মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও ধরণের আপোষ করা হবে না। এই সরকার হলো জনগণের সরকার। প্রধানমন্ত্রীজীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্যের ক্যুইন ভ্যারাইটির আনারস দেশ-বিদেশে বাজারজাত করার উদ্যোগ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইতিমধ্যেই রাজ্যের ক্যুইন আনারসকে স্টেট ফ্রুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আয়ও বাড়ছে যা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তাই কৃষকদের যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা যায় তাহলে রাজ্যেরও উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার। আমরা সেই স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করছি। সেই জন্য কৃষকদের বিনামূল্যে সার, বীজ বিতরণের পাশাপাশি ভর্তুকিতে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতিও প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষি দপ্তর। ইতিমধ্যেই ৬টি কৃষকবন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মধ্যেই কৃষকদের দ্বিগুণ আয় করার লক্ষ্যমাত্রায় পৌছোতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ এবং কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরালু। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্যে ৮৬টি পাওয়ারটিলার, ৫০ ইউনিট বাদামের বীজ, ২০টি সয়েল হেলথ কার্ড, ৭০ ইউনিট নারকেলের চারা, ১০ ইউনিট শূকর ছানা এবং ১০টি যৌথ দায়বদ্ধতা দলকে ঋণ অনুমোদনপত্র দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ এই কৃষি সামগ্রীগুলি কৃষকদের হাতে তুলে দেন।

ঈদ্-উল-ফিত্‌র উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

আগরতলা, ১২ জুন।। ঈদ্-উল-ফিত্‌র উপলক্ষে রাজ্যপাল তথাগত রায় এক শুভেচ্ছা বার্তায় সবাইকে ঈদের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরার মুসলিম সমাজও এই উৎসবের দিনগুলি জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে আসছে।

তিনি বলেন, এই উৎসবে সকলের জীবন ভরে উঠুক খুশি ও আনন্দে।

কৈলাসহরে ভেটেরিনারী হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন

কৈলাসহর, ১২ জুন।। ১১জুন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা জেলা ভেটেরিনারী হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, জেলার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ডা: সঞ্জীব সিনহা। উপস্থিত ছিলেন গৌরনগর ব্লকের বি ডি ও বিনয় ভূষণ দাস, কৃষি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা রতীশ মালাকার, সমাজসেবী রঞ্জন সিনহা ও কাবেরী সিনহা। উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, পশুদের চিকিৎসা পরিষেবায়ও উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট রয়েছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরাকে মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তুলতে চাই। পশু পালনে গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ মানুষকেও পশু পালনে আগ্রহী হতে হবে। তিনি প্রাণী চিকিৎসকদের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের লোকশিল্পীরা।

গ্যাসের অপচয় না করতে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর আহ্বান

কৈলাসহর, ১২ জুন।। গতকাল কৈলাসহরের চিনিবাগান স্কুল মাঠে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে চিহ্নিত সুবিধাভোগীদের মধ্যে এল পি জি সংযোগ এবং চুল্লী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীমতি চাকমা বলেন, গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি জল ও বিদ্যুতের সাথে গ্যাসের অপচয়ও বন্ধ করার আহ্বান জানান। সেই সাথে সমস্ত বেনিফিসিয়ারীদের সঠিকভাবে উজ্জ্বলা যোজনার সুযোগ নিতে বলেন। ঊনকোটি এ ডি সি ভিলেজের লক্ষীরুং রিয়াংয়ের হাতে এল পি জি সংযোগের কাগজপত্র ও চুল্লী তুলে দিয়ে তিনি গ্যাস সংযোগের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে ২০০ জন বেনিফিসিয়ারীর হাতে এল পি জি সংযোগের কাগজপত্র ও চুল্লী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলার নীতিশ দে, সমাজসেবী রঞ্জন সিনহা এবং কাবেরী সিনহা, এস ডি এম কেশব কর ও গৌরনগর ব্লকের বি ডি ও বিনয় ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেওরাছড়া এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারপার্সন ডিংলিয়ানী ডার্লং।

বন্যা : তেলিয়ামুড়ায় ত্রাণ শিবিরে ৭৪০ টি পরিবার

তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন।। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমার ৭৪০ টি পরিবারের ২৪৬৯ জন বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মহকুমার ৬টি জায়গায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। শিবিরগুলিতে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুকনো ও রান্না করা খাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধায়ক কল্যাণী রায় আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন।

গৌরনগর ব্লকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার উপর সচেতনতা শিবির

কৈলাসহর, ১১ জুন।। গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি হলে গত ৮ জুন প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার উপরে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে গৌরনগর ব্লকের ১১৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন সমাজসেবী রঞ্জন সিন্‌হা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি আধিকারিক বিজন শর্মা। আলোচনায় অংশ নেন গৌরনগরের বিডিও বিনয় ভূষণ দাস, হর্টিকালচার দপ্তরের সুপার প্রিয়তোষ সরকার, সমাজসেবী কিরণময় সিন্‌হা ও বিল্‌কিস্‌ জাহান। অতিথিদের বক্তব্যে ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান ও প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় ব্যাঙ্কগুলির সক্রিয় সহযোগিতার বিষয়টি উঠে আসে। ব্যাঙ্ককর্তা আর রিয়াং কৃষকদের সচেতনতার উপরে জোর দেন ও ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদের সহায়তায় আশ্বাস দেন। উদ্বোধকের ভাষণে রঞ্জন সিন্‌হা বলেন, কৃষিক্ষেত্রে সেচের অপ্রতুলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। রাজ্যের কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমার আওতায় আনতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর সচেতনতা শিবির

আমবাসা, ১১ জুন।। ধলাই জেলা কৃষি উপ-অধিকর্তা কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ৮ জুন কুলাই টাউন হলে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে শিবিরের আলোচনা করেন আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন তপতী ভট্টাচার্য্য, ধলাই জেলা কৃষি উপ-অধিকর্তা দর্পণ কুমার বিশ্বাস, আমবাসা মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক পরিমল দেববর্মা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জওহরনগর শাখার এসিসটেন্ট ম্যানেজার অভিজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। আমবাসা ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এ ডি সি ভিলেজের ১২০ জন কৃষক শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন।

সাব্রুমে ৭ দিনের সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু

সাব্রুম, ১১ জুন।। সাব্রুম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ৬ জুন গার্দাং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৭ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল রায়। কর্মশালায় উপজাতি লোক নৃত্য, বাংলা লোক নৃত্য, রবীন্দ্র-নজরুল নৃত্য ও সংগীতের উপর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আগামী ১৩ জুন অনুষ্ঠিত হবে কর্মশালার সমাপ্তী অনুষ্ঠান। কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক করতে শান্তিরবাজারে প্রশিক্ষণ শিবির

শান্তিরবাজার, ১১ জুন।। শান্তিরবাজার মহকুমা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় আবিস্কার অভিযানের উপর সচেতনতা শিবির গত ৮ জুন সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের দক্ষিণ জেলা কার্যালয় ও ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এবং শান্তিরবাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে গত ৭ জুন থেকে এই সচেতনতা শিবির শুরু হয়েছিল। সচেতনতা শিবিরে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহিত করতে প্রজেক্টারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইউনিভারসিটির সহকারী অধ্যাপক ডা: উৎপল দেব, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক ড: ব্রজ গোপাল মজুমদার এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রঞ্জিত দেব প্রমুখ। অন্যান্য অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস। ২ দিন ব্যাপী এই রাষ্ট্রীয় আবিস্কার অভিযান সচেতনতা শিবিরে শান্তিরবাজার মহকুমা এলাকার ২০টি বিদ্যালয়ের ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং চল্লিশজন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ গ্রহণ করে।

লক্ষ্মীছড়া ভিলেজে জনতার দরবার

শান্তিরবাজার,৮ জুন।। বকাফা ব্লকের লক্ষ্মীছড়া ভিলেজ এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে প্রশাসনের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ভিলেজের বাজারশেডে গতকাল জনতার দরবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। অন্যান্যদের মধ্যে বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ গৌরী শংকর রিয়াং, শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অনিমেষ দেববর্মা, বকাফা ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ সরকার সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। জনতার দরবারে এলাকার জনগণ পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা সহ এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিধায়ক শ্রী রিয়াং জনদরবারে উত্থাপিত ঐসব সমস্যাগুলিকে সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেন। জনতার দরবারে সৌভাগ্য যোজনা ও উজ্জ্বলা যোজনার সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করেন মহকুমা শাসক অনিমেষ দেববর্মা এবং বি ডি ও প্রদীপ সরকার। পরে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনেরা লক্ষ্মীছড়ার লুখু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ঐ বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল, পঠন-পাঠন ইত্যাদির বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

গৌরনগর ব্লকের শিববাড়িতে প্রশাসনিক শিবির

কৈলাসহর,৮ জুন।। কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল গৌরনগর ব্লকের শিববাড়ি এস বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৪টি পি আর টি সি ও ৫১টি এস টি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৫০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২১৩টি গৃহপালিত পশু ও পাখির রোগ প্রতিরোধক ঔষধ প্রাণী পালকদের প্রদান করা হয়। শিবিরে উনকোটি এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান গন্তিরুং রিয়াং, মহকুমা শাসক কেশব কর, বি ডি ও বিনয় ভূষণ দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক মতবিনিময় সভাও অনুষ্ঠিত হয়।